দৈনিক বাংলা

তারিখ 11/11/80
পৃষ্ঠা 4 কলাম 2

আরো শতাধিক খাতা উদ্ধার : তদন্ত শুরু

(স্টাফ রিপোর্টার)

মানিকগঞ্জে পাওয়া '৮০ সালের এসএসসি পরীক্ষার খাতার ব্যাপারে ঢাকা বোর্ড তদন্ত শুরু করেছে। বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গতকাল এ তদন্ত কার্যে সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

এদিকে গতকাল মানিকগঞ্জে শতাধিক লেখা ও না-লেখা খাতা উদ্ধার হয়েছে। এর মধ্যে কিছু খাতা উদ্ধার করেছেন গোয়েন্দা বিভাগ। গতকাল থেকে গোয়েন্দা বিভাগও তদন্ত শুরু করেছেন।

গোয়েন্দা বিভাগের উদ্ধার করা খাতাগুলো ছাড়াও আরো ৯৬টি খাতা পাওয়া গেছে মানিকগঞ্জের আরেকটি মুদীদোকান থেকে। আমাদের প্রতিনিধি জানান যে এর-মধ্যে বোর্ডের আসল এবং নকল উভয় খাতাই রয়েছে। এ খাতাগুলোর মধ্যে বাংলা ছাড়াও অন্যান্য বিষয়ের খাতা রয়েছে। বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামিয়াত, ভূগোল, প্রাথমিক অর্থনীতি (ঐচ্ছিক), ইংরেজী প্রথম ও দ্বিতীয় পত্র। কয়েকটি খাতা আবার একই রোল নম্বরের পরীক্ষার্থীর। খাতাগুলোর অধিকাংশই মানিকগঞ্জের একটি উপকেন্দ্রের।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক গাজী

(শেষ পৃঃ ২-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত শুরু

(১ম পৃঃ পর)

আবদুস সালাম গতকাল জানান: 'পরীক্ষা গ্রহণ থেকে শুরু করে পরীক্ষক এবং প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক উত্তরপত্র মূল্যায়ণ (খাতা দেখে নম্বর দেয়া) ও টেবুলেশান পর্যন্ত একটি সুনির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে বিভিন্ন দায়িত্বশীল শিক্ষকের প্রত্যক্ষ দায়িত্বে পরীক্ষার ফলাফল চূড়ান্ত করা হয়। প্রত্যহ পরীক্ষা শেষে কেন্দ্র-সচিব খাতার প্যাকেট সীল করা অবস্থায় বোর্ডে পাঠিয়ে থাকেন। পরীক্ষকগণ উক্ত প্যাকেটসমূহ সীল করা অবস্থায় গ্রহণ এবং মূল্যায়ণ করেন। প্রধান পরীক্ষক উক্ত মূল্যায়ণ করা উত্তর পত্রের মূল্যায়ণের মান যাচাই করে থাকেন। প্রধান পরীক্ষক কর্তৃক প্রেরিত নম্বর-ফর্দ সীল করা অবস্থায় টেবুলেটরগণ গ্রহণ করেন এবং টেবুলেশান কাজ সমাধা করেন। পরীক্ষার ফল প্রকাশে এই ব্যবস্থার কোনো বিকল্প নেই।'

এ ব্যাপারে বোর্ডের একজন অভিজ্ঞ পরীক্ষক জানান যে পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে প্যাকেটে খাতা পাঠানোর সময় কোনো কারচুপি ও খাতা পাল্টানোর ঘটনা ঘটতে পারে। তা জানা যাবে, বোর্ড উক্ত কেন্দ্র কত নম্বরের খাতা প্রেরণ করেছে, খাতাগুলোর প্রকৃত পরিদর্শকরা স্বাক্ষর করেছেন কিনা, পরীক্ষা কেন্দ্র থেকে খাতাগুলো কবে পাঠানো হয়েছে, ইত্যাদি বিষয়গুলো বোর্ড কর্তৃপক্ষ তদন্ত করে দেখলেই 'কেলেংকারীটি' কিভাবে সংঘটিত হয়েছে জানা যাবে। বোর্ডের দুজন তদন্তকারী অফিসার মানিকগঞ্জে তদন্তকালে যে-সব 'অনিয়ম' লক্ষ্য করেছেন তাতেই পরীক্ষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা ঘটনাটি অনুধাবন করতে সক্ষম হয়েছেন। তারা মনে করেন যে পরীক্ষকরা সম্ভবত উক্ত কেন্দ্রের খাতারই মূল্যায়ণ করেছেন, কিন্তু সেগুলো হয়তো আসল উত্তরপত্রের নয়, তারা মূল্যায়ণ করেছেন পাল্টানো উত্তরপত্রের। পরীক্ষকরা আসল খাতা না নকল খাতা কোনটির মূল্যায়ণ করেছেন তা জানা বোর্ডের পক্ষে কঠিন নয়। কারণ, মূল্যায়ণ করা খাতাগুলো বোর্ডেরই হেফাজতে থাকার কথা।